সানরাইজ ফিল্মসের
নিবেদন
তানসেন

সানরাইজ ফিল্মসের প্রযোজনায়

ভেনাস ফিল্মসের নিবেদন

তা ন সে ন

পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : **বিমল মিত্র**

অতিরিক্ত গীত রচনা : **প্রণব রায় ও কুমার সেলিমপুরী**

সঙ্গীত পরিচালনা : **রবীন চ্যাটার্জ্জী**

চিত্রগ্রহণ	বিজয় ঘোষ	ব্যাবস্থাপনা	তারক পাল
শব্দধারণ	জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী	রূপসজ্জা	বসির আমেদ
সম্পাদনা	সন্তোষ গাঙ্গুলী	দৃশ্যশিল্প	নিরঞ্জন পাল
শিল্পনির্দ্দেশ	সুধীর খান	দৃশ্যাঙ্কন	জগবন্ধু সাউ

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায়	সুনীল ব্যানার্জ্জী	শব্দধারণে	শৈলেন পাল
	সতীন ব্যানার্জ্জী		ধীরেন কুণ্ডু
	সাবের হামদর্দ্দি	সম্পাদনায়	রমেন ঘোষ
সঙ্গীত-পরিচালনায়	উমাপতি শীল	শিল্প-নির্দ্দেশনায়	সুকুমার দে
চিত্রগ্রহণে	দিলীপ মুখার্জ্জী এ,এস,সি,	ব্যবস্থাপনায়	সুবোধ পাল
	বৈদ্যনাথ বসাক, এ,এস,সি		

স্থিরচিত্র : ক্যাপস, ফটোগ্রাফি :: :: সাজ-সজ্জা : আর্ট ড্রেসারস

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : **সিনে ফিল্মস্**

৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

কা হি নী

তানসেন আমাদের গর্ব্ব।
তিনি বিশ্বজয়ী। তিনি সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের। আবুল ফজল ব'লেছিলেন দু'হাজার বছরের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ জন্মান নি। আবুল ফজলের পরেও শত শত বছর কেটে গেলো। আজো তিনি অদ্বিতীয়।

তাঁরই সুর দিয়ে তাঁর স্মৃতিতর্পণের এ দুরভিলাষ। ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। সুধীজনের ক্ষমাই ভরসা।

ইষ্টদেবতা ৺বাঁকেবিহারীর নির্দ্দিষ্ট পথে সাধক হরিদাস স্বামী খুঁজে পান বালক তন্নাকে। অপূর্ব্ব তার কণ্ঠ প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে বিশ্বের জন্যে ভিক্ষা চান তাকে।—চমকে ওঠেন মকরন্দ। দীর্ঘদিন অপুত্রক থাকার পর তন্নাকে তিনি পেয়েছিলেন ফকীর হাজী মহম্মদ ঘউসের দোয়ার ফলে। তিনি তখনই ব'লেছিলেন—এ ছেলেকে তুমি রাখতে পারবে না। এ সম্রাট হবে। দৈব অভিপ্রায় বুঝে হরিদাস স্বামীর হাতে সমর্পণ করেন তিনি একমাত্র সন্তানকে, ভারতের ভবিষ্যৎ সঙ্গীত-সম্রাটকে।

সাধক হরিদাস স্বামী তদানিন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ। তবে তাঁর লোকোত্তর সে গান বিশ্বের কোন দরবারের জন্যে নয়—সে গান তিনি গান পরমেশ্বরের দরবারে, ৺বাঁকেবিহারীর চরণে। তন্নাকে নিয়ে তাঁর পবিত্র আশ্রমে সুরু হয় ভারতের সঙ্গীত-ইতিহাসের এক চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। গুরু, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী ঋষি; শিষ্য, অনন্য প্রতিভাধর তন্না; সাক্ষী, ৺বাঁকেবিহারী!

অল্পকালের মধ্যেই তন্না তাঁর সব গুণ আয়ত্ত ক'রে নেয়। তবু তার আকুলতা যায় না—'গুরুদেব, আপনার মুখে কোনো প্রশংসাবাণী

নেই কেন ?'—সাধক হরিদাস জানেন এর মধ্যে র'য়েছে সৃষ্টির প্রতিভা। সামান্য প্রশংসায় একে মধ্য পথে ক্ষান্ত করা চলে না। আজ সময় হ'য়েছে তন্নার প্রাণে সংসারের দুঃখ বেদনার স্পর্শের প্রতিভার উৎসমুখকে উন্মুক্ত করার। তাই তিনি আশ্রম ছাড়িয়ে তাকে পাঠান গোয়ালিয়রে।

গোয়ালিয়রের রাণী মৃগনয়নীর দরবারে তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়কদের সমাবেশ। হরিদাস স্বামীর শিক্ষাগুণে তন্না অনায়াসেই তাঁদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ক'রে রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাণী নিজে সুগায়িকা, সঙ্গীতশাস্ত্রে সুদীক্ষিতা সুররচয়িত্রী।

সুরলক্ষ্মীর এই দু'টি সাধক-সাধিকার সংস্পর্শও ভারত-সঙ্গীতের ইতিহাসে আর **একটি** অপরূপ অধ্যায়। কাঠকুড়োনো গুজারীদের মেয়ে মৃগনয়নী সঙ্গীতের গুণেই এ রাজ্যের রাণী হ'য়েছিলেন। গোয়ালিয়র প্রাসাদে তাঁর নিজস্ব সাধনার মহল—গুজারী মহল—আজো তার সাক্ষ্য দেয়। রাণীর প্রেরণায় তন্নার যেন আসে নব জাগরণ। রচিত হয় নব নব গান, নব নব রাগ—যা দেশবাসীর কাছে আজ অমূল্য ঐতিহ্যরূপে পরিগণিত।

দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এই অসামান্য প্রতিভাধরের কথা। যেদিন বিজাপুরের দরবারে সভাগায়করূপে তন্নার আমন্ত্রণ আসে—সেদিন তাঁরা বোঝেন অজ্ঞাতে দু'জনে পরস্পরের কত অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে প'ড়েছেন।

ইতিহাস বলে সুরলক্ষ্মীর এই অতৃপ্ত সাধক এই সময়ে না কি আত্মঘাতী হ'তে যান। সেদিন তাঁকে বাঁচান প্রেমকুমারী—মৃগনয়নীর অনুচরী। বাঁচান ভারতের হৃদয়-সঙ্গীতকে, ভারতের মহান কৃষ্টিকে। তন্না মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে প্রেমকুমারীর হৃদয়-ছত্রতলে আশ্রয় নেন। অন্তরগভীরের সে আকুতিই কি ফুটেছে তার 'মিঞা কি মল্লার,' 'মিঞা কি টোরী,' 'দরবারী কানাড়া' হ'য়ে ?··· সেদিন বার বার অশ্রুসজল ক'রেছিল দিগ্বিজয়ী আকবরের চোখ ?

দিল্লীর অসম্পূর্ণ দরবারে সম্রাট তাকে বরণ করলেন 'তানসেন' খেতাব দিয়ে। রচিত হ'ল ভারত-সম্রাট আর সঙ্গীত-সম্রাটের ঐতিহাসিক সখ্য। আকবরের সদা ভাবনা কি দিয়ে বাঁধবেন তিনি এই উদাসীন, অনাকিঞ্চনকে। পরের দুঃখ মেটাতে তানসেন নিজের কণ্ঠের সিদ্ধ রাগিনী (টোরী) বাঁধা দিয়ে বসেন। বিক্রী ক'রে বসেন মুগ্ধ সম্রাটের উপহার বিশ্ব-বিশ্রুত নওলাক্ষা মুক্তাহার! সম্রাট তাঁকে শাস্তি দিয়ে, নির্ব্বাসিত ক'রেও আবার ফিরিয়ে আনতে পথ পান না।

এ সখ্য সবাইকে খুসী ক'রতে পারে না। জাগে ঈর্ষা, জাগে গোপন ষড়যন্ত্র। তানসেন দরবারে অনুরুদ্ধ হন 'দীপক' রাগ গাইতে। জ্বালাময় ভৈরব সে রাগের শুদ্ধ বিস্তার দগ্ধ করে গায়ককে! সভাসদদের প্ররোচনায় অসন্দিগ্ধ সম্রাটের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তানসেনকে রাজী হ'তে হয় নির্দ্দিষ্ট দিনে সে গান গাইতে।

দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। পুলকিত হয় ষড়যন্ত্রীরা শত্রু-বিনাশের সম্ভাবনায়। আতঙ্কিত হন—দূরে হরিদাস স্বামী, রাণী মৃগনয়নী—কাছে তাঁর প্রিয়পরিজন। চলচ্চিত্রের সে এক উৎকণ্ঠিত অধ্যায়!

কুশীলব

রামতনু পাণ্ডে (তানসেন)—অসীম কুমার

বালক রামতনু—অমিতাভ ঘোষ
রাণী মৃগনয়নী—ঋতা রায়
প্রেমকুমারী—অনুভা গুপ্তা
সম্রাট আকবর — ছবি বিশ্বাস
হরিদাস স্বামী—পাহাড়ী সান্যাল
হাজী মহম্মদ ঘউস—নীতীশ মুখার্জ্জী
রাজারাম বাঘেলা—মিহির ভট্টাচার্য্য
মকরন্দ পাণ্ডে—হরিমোহন বসু

অন্যান্যগণ ঃ

শ্যামলী চক্রবর্ত্তী ॥ নিভাননী ॥ তন্দ্রা বর্ম্মন ॥ সন্ধ্যা দাস
কাজল ॥ জহর রায় ॥ ধীরাজ দাস ॥ প্রীতি মজুমদার
অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী ॥ কমল মিশ্র ॥ রঞ্জন মুখার্জ্জী
গোপাল মজুমদার
রাধাকান্ত ॥ মিশির
শীতল ॥ বীরেন রায়

১

(হরিদাস স্বামী)—

নাচত ত্রিভঙ্গ নন্দনন্দন
বৃন্দাবন যমুনাতট
অমিত মনমথ মদ বিমর্দ্দন
মৃদুল অভিনব জলদ
সুন্দর অঙ্গ—
তন দীপত দামিনীদুরকারী
মুখ সুধাকর মনোহারী
কুটিল দৃষ্টি কটাক্ষ সংযুত
চপল নয়ন কুরঙ্গ।

রচনা : হরিদাস স্বামী
কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

২

(হরিদাস স্বামী ও শিষ্যগণ)—

অব ক্যয়সে ছুটে যব নাম
রট লাগি।
প্রভুজী তুম চন্দন হম পানি
যাকি অঙ্গ অঙ্গ সব বাস সমানি।
প্রভুজী তুম দীপক হম ভাতি
যাকি জ্যোতি ব্যরয় দিন রাতি।
প্রভুজী তুম সোয়ামী হম দাসা
এ্যয়সী ভকতি করয় রায় দাসা।

রচনা : সন্ত রায়দাস
কণ্ঠ : এ, কানন ও অন্যান্য

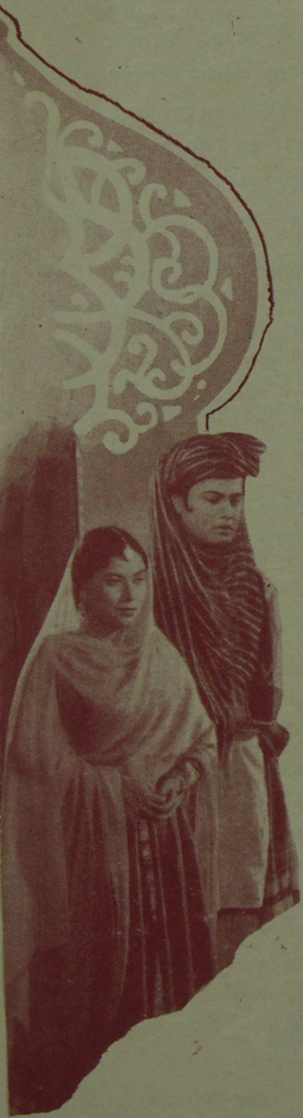

৩

(বৈষ্ণবী)—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে?
হরি হরি কৈব দৈব দুরাশা
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা।
সাঁওন মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুর তরু বাজকী ছাঁদে

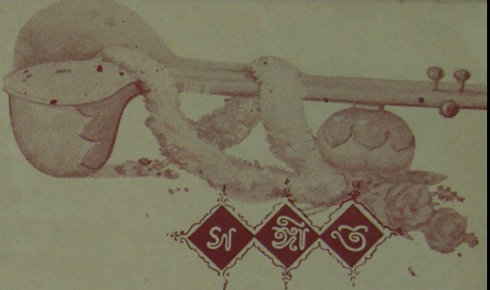

গিরিবর সেহি ঠাঁও নেহি পাওয়ব
বিদ্যাপতি রহু ধাঁদে।

রচনা : বিদ্যাপতি
কণ্ঠ : শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

(কাওয়াল, সঙ্গীগণ ও রামতনু)

চলতি রহেগী ইয়ে জমিন্
চলতা রহেগা আশমান
চলনেকা নাম হ্যায় জিন্দগী
মনজিল তেরী ইহাঁ ওঁহা!
দুনিয়া বড়ী রঙ্গীন হ্যায়
মস্তি ভরী হসিন হ্যায়
খোয়ে যা তু ওঁহি ওঁহি
মস্তি মিলে যঁহা যঁহা!
আঁখোঁকী কসম্
আঁখোঁকা যাম পিয়ে যা—
বিখড়ী হুয়ি জুলফোঁতলে
আরাম কিয়ে যা।
দিলদারকে কুচ্চে মে দিল
আপনা দিয়ে যা—
দুনিয়া হ্যায় আনি জানি
মর মরকে জিয়ে যা।

রচনা : কুমার সেলিমপুরী
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
ও অন্যান্য

৫

(ওস্তাদ ও রামতনু)—

সব সখিয়াঁ চলো প্রভুকে দরশন
ধন ধন ভাগ সুফল হোত নরন।
সোল শিঙ্গার সাজি অত সুলোচন
কুসুম সুগন্ধিত হররঙ্গ সুবসন
গিরিধর প্রভুকো চরনন অর্পন
আজ করো তন মন ধন।

রচনা : অজ্ঞাত
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী, বীরেশ রায়

৬

(রামতনু)—

সুফল জনম তেরা রে
মিটে চৌরাশীকা ফেরা রে
কর দরশন গিরিধরন রাজ কো
সুফল জনম মেরা রে।
নর নারী হিল মিলকে আওয়ে
গুন গাওয়ে হরি কেরা
দরশন পাওয়ে আনন্দ আওয়ে
তরে ভব সাগর বেরা।

রচনা : হরিদাস স্বামী
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

৭

(রাণী মৃগনয়নী)—

আজ শ্যাম ঘর আয়ে
নাচ উঠা মন মোয়র নয়নমে
আঁশু মুস্কায়ে সখী রী।
বিরহ আগন শীতল ভয়ি মোরি
প্রীত চুনর মোহন রঙ্গ কেরি
জীবন পথ পর দীপমালিকা
জগ-মগ দীপ জ্বালায়ে
সখী রী আজ শ্যাম ঘর আয়ে।

রচনা : কুমার সেলিমপুরী
কণ্ঠ : শ্রীমতী মানিক বর্ম্মা

৮

(তানসেন)—

চঢ়ো চিরঞ্জীব শাহ আকবর
শাহন শাহ।

বাদশাহ তখত বৈঠো
ছত্র ফিরে নিশান।
দিল্লীপতি তুম নবী জিকা নায়
অতি সুন্দর সুলতান ॥

রচনা : তানসেন
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

৯

(তানসেন)—

রুম ঝুম ভর আয়ি
নয়না তিহারে
বিথুরীসী অলকে শ্যাম ঘন
সোঁ লাগত
ঝপক ঝপক উগারত মেবে
জান তারে।

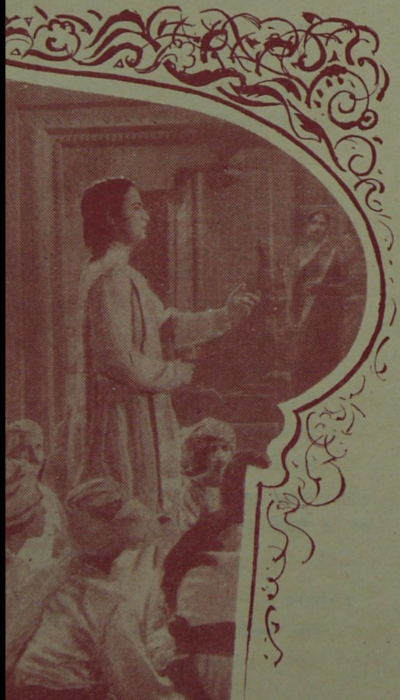

অরুণ বরণ নয়না তেরে
তামে লাল ডোরে
তাপর অম্বুজ-বার বার ধারে।

রচনা : তানসেন
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

১০

(তানসেন)—

এরি আলী
আজ শুভ মঙ্গল গাও।
চৌক পুরাও মৃদঙ্গ বাজাও
রিঝাও, বন্ধাও, বাঁধো বন্দনবার
গুনী গন্ধর্ব অপসর কিন্নর
বীন রবাব বাজে করতার।

রচনা : তানসেন
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

১১

(তানসেন)—

নিদ না আওত পিয়া বিন দেখে
মোরী আলি ক্যায়সে পড়ে অব চৈন।
বিন দেখে কলন পরত হায়
মানো মন মোহত হায় মৈন।
অব করবোঁ মিল প্রাণ প্যারো
যহ প্রভু তানসেন ॥

রচনা : তানসেন
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

১২

(হরিদাস স্বামী)—

শুনো প্রেমকী পুকার
গুঞ্জতী হায় বার বার
প্রেমহী ধরতী প্রেম গগন হায়
নির্মল সরিতা মলয় পবন হায়
নরনারায়ণ সর্বাধার।
পরমানন্দ হৃদয় পুরবাসী
বিশ্ববিমোহন সব সুখ রাশী
জন মন রঞ্জন শাস্তাকার।
রূপ অনুপ অলৌকিক লোচন
ভব ভয় সংকট তাপ বিমোচন
জগ পালন সৃষ্টি সংহার ॥

রচনা : কুমার সেলিমপুরী
কণ্ঠ : প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

(তানসেন)—

এ রাজারাম নিরঞ্জন
হিন্দুপতি সুলতান
কিয়ো করতার সকল সৃষ্টি
ভরণ পোষন।
অত প্রবীণ বীর ভনি
নন্দন অতি জগ বন্দন
দারিদ্র হরণ শুভ করণ সো লাগত
মহাজ্ঞানী গুণনিধান হরদুখন ॥

রচনা : তানসেন
কণ্ঠ : উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৪

(তানসেন)

জ্যোতি মিলে নয়ন খুলে।
দীপ জ্বলে দীপ জ্বলে
রাগ জাগে আগ লাগে।
লপট উঠে লৌহ গলে
ধুম মচে, ভুম হিলে ॥

রচনা : কুমার সেলিমপুরী
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী

১৫

(হরিদাস স্বামী ও রাণী মৃগনয়নী)—

বাদরওয়া আও
উমড় ঘুমড়কে গরজো বাদল
হিয়া কী তপত বুঝাও।

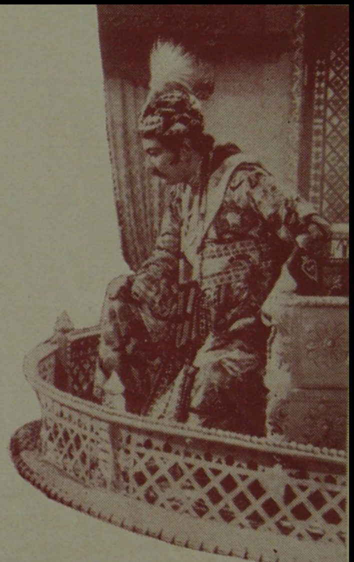

তুম বিনা বেয়াকুল দশো দিশায়েঁ
ধরা গগন সাগর সরিতায়েঁ
ঘনন ঘনন ঘন ঘনন ঘনন ঘন
অমিয় বুন্দ ঝরলাও।

রচনা : কুমার সেলিমপুরী
কণ্ঠ : ভীমসেন যোশী ; এ, কানন ও
শ্রীমতী মানিক বর্মা

১৬

প্রারম্ভ সঙ্গীত :

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা
চন্দ প্রভাকী রৈণ জ্যোতি প্রজাল।
চন্দ মকরন্দ ফুল ফল পরিমল সুগন্ধ
দিবিয়া বদন তনু মদন পৈ জাল
লাল মোতিয়ন সে ছুট চন্দ কিরণ সোঁ ভাল
ছন্দ গাওত অব নায়ক গোপাল লাল।

রচনা : নায়ক গোপাল
কণ্ঠ : রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'তানসেন' চিত্রের

নেপথ্য সঙ্গীতে অংশ নিয়েছেন ঃ

রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
মিঞা দবীর খাঁ ॥ ভীমসেন যোশী ॥ শ্রীমতী
মানিক বর্ম্মা ॥ এ. কানন ॥ প্রসূন
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
মানব মুখোপাধ্যায় ॥ বীরেশ
রায় ॥ ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পরবর্ত্তী ছবি—

সানরাইজ প্রযোজনায়
শৈলেন রায়ের **চাষী**

Tasviristan's

SAHARA

Direction : **Balraj Sahani**
Music : **Hemant Kumar**

Ftg. : MEENA KUMARI : M. RAJAN
DAISY IRANI : KULDIP KAUR

সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ (৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।